গুপ্তযুগে মুদ্রা : গুপ্তযুগে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছিল। গুপ্তযুগের প্রথম দিকের মুদ্রাগুলিতে শক-কুষাণ রীতির প্রভাব পড়েছিল। গুপ্তযুগের মুদ্রা পূর্বের তুলনায় অনেকটা পরিমার্জিত। গুপ্ত যুগে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকলেও পূর্বের তুলনায় অনেকটা কমেছিল। অনেকে মনে করেন, বাণিজ্যের দ্বারা গুপ্তগণ রোম, চিন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে প্রচুর সোনা আমদানি করত। এছাড়াও খ্রিস্টীয় প্রথম দুই শতকে স্বর্ণখনিগুলি থেকে সর্বোচ্চ সোনা উত্তোলন করা হয়েছিল। ফলে গুপ্তযুগে সোনার প্রাচুর্য থাকার কারণে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি স্বর্ণমুদ্রা চালু করেছিল।

সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় যেসব মুদ্রা পাওয়া গেছে তাতে রাজা বাম হাতে ধনুক ও ডান হাতে তীর ধরে আছে। এই ধরণের মুদ্রা প্রায় সকল রাজার আমলে প্রচলিত ছিল। সমুদ্রগুপ্ত যে মুদ্রা চালু করেছিলেন তাতে দণ্ড হাতে চক্রবেষ্টিত দেখানো হয়েছে। সমুদ্রগুপ্তের কিছু মুদ্রায় তিনি বাম হাতে রণ-কুঠার ধরে আছে ও ডান হাতে বামন দাঁড়িয়ে আছে। কিছু মুদ্রায় প্রথম কুমারগুপ্তকে রাজদণ্ডের পরিবর্তে অসি হাতে দেখা যায়। এছাড়াও অনেক মুদ্রাতে সমুদ্রগুপ্ত ও প্রথম কুমারগুপ্তকে কৌচে উপবিষ্ট বীণা বাদনরত অবস্থায় দেখা গেছে। শিকার, অশ্বারোহণের প্রতি গুপ্ত রাজাদের আকর্ষণ ছিল বলে মুদ্রা দেখে বোঝা যায়।

গুপ্তযুগে বড়ো বড়ো লেনদেনের জন্য, বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য সোনা ও রূপার মুদ্রার ব্যবহার করা হত। কড়ি অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে প্রয়োজন হত। সমুদ্রগুপ্ত আট প্রকার, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পাঁচ প্রকার, প্রথম কুমারগুপ্ত নয় প্রকার স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। গুপ্ত রাজাদের মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রথম তামার মুদ্রা প্রচলন করেন। বুধগুপ্ত সোনা ও রূপার মুদ্রা প্রচলন করেন। এছাড়া প্রথম কুমারগুপ্ত রূপার ও তামার মুদ্রাও প্রচলন করেন। ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, 'কড়ি' মূলত আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য বা 'হাটে' ব্যবহার করা হতো।

অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রার আবিষ্কার গুপ্তযুগের আর্থিক উন্নতির পরিচায়ক। কিন্তু শেষের দিকের মুদ্রার গুণগত মান হ্রাস পায়, এই সময়ের রূপার মুদ্রার কোন সঞ্চিত ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়নি। পশ্চিম ভারতে রূপার মুদ্রা পাওয়া গেছে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, স্বর্ণমুদ্রা ভারতের পূর্বে ও রূপার মুদ্রা পশ্চিম ভারতে চালু করেছিলেন। স্বর্ণমুদ্রা মূলত জমি কেনাবেচার কাজে ব্যবহৃত হত। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন স্বর্ণমুদ্রায় দেওয়া হত। তামার মুদ্রার সংখ্যা কম থাকার জন্য অধ্যাপক রামশরণ শর্মা মনে করেন, গুপ্ত প্রশাসনের নিম্ন রাজকর্মচারীদের সংখ্যা বেশি ছিল না। গুপ্ত আমলের লেখমালাগুলিতে স্বর্ণমুদ্রাকে দিনার বা সুবর্ণ বলা হয়েছে। কালিদাসের 'মালকাগ্নিমিত্রম্' নাটকে 'নিষ্ক শত সুবর্ণ' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।

গুপ্ত পরবর্তী উত্তর ভারতে চারশো বছর ধরে স্বর্ণমুদ্রার প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি ও সাধারণ মুদ্রার অবনতি দেখা

গিয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের মন্দির গুলিতে দান হিসাবে স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ পাওয়া গেলেও প্রাপ্ত মুদ্রার সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। উত্তর, পূর্ব বা দক্ষিণ ভারতে পালদের সময় বা দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটদের সময় স্বর্ণমুদ্রার বহুল প্রচলন ছিল।